সমকাল

তারিখ ২১ SEP 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

টাকা দিলেই সনদ

শিক্ষা 'বাণিজ্য' নয়, প্রতারণা

শিক্ষা 'বাণিজ্য' নিয়ে আমাদের দেশে সমালোচনা বিস্তৃত ও পুরনো। কিন্তু নগদ টাকার বিনিময়ে নামসর্বস্ব ও অবৈধ দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শিক্ষার্থীদের কাছে গ্র্যাজুয়েট থেকে পোস্ট ডক্টরেট পর্যন্ত সনদ বিক্রির যে খবর মঙ্গলবারের সমকালে প্রকাশ হয়েছে, সেটাকে 'বাণিজ্য' বলার অবকাশ সামান্যই। আমরা মনে করি, এটা নিছক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্টরা অন্তত তিন ধরনের জনস্বার্থহানি করছেন। প্রথমত, এভাবে অর্থের বিনিময়ে সনদ দিয়ে প্রকৃতপক্ষেই যারা সনদ অর্জন করেছেন, তাদের জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশ থেকে পাওয়া সনদের গ্রহণযোগ্যতা ও মান প্রশ্নের মুখে ফেলা হচ্ছে; তৃতীয়ত, এসব সনদ যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকার্যকর প্রমাণিত হবে, গ্রহীতাদের সঙ্গেও চলছে প্রতারণা। এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে, অর্থের বিনিময়ে সনদ পাওয়ার পর তাদের অনেকের প্রকৃত সনদ অর্জনের বয়স ও সুযোগও চলে যায়। আমরা দেখতে চাই, অবিলম্বে এই প্রতারকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা যদি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে বটে; কিন্তু সমকালের প্রতিবেদনে স্পষ্ট যে, আরও অনেক রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলেও তারা আদালতে দ্বারস্থ হয়ে যেভাবে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কৌশল নতুন নয়। আমরা বিশ্বাস করি, কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে সেই লড়াইতেও দ্রুত তাদের পরাজিত করা সম্ভব। সবকিছুর আগে এগুলোর কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে। যাতে করে তাদের প্রতারণার জালে নতুন কাউকে শিকার করতে না পারে এবং দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের রসদ সেখান থেকে সংগ্রহ করতে না পারে। অপরের মাথায় ভেঙে খাওয়া কাঁঠালের সরবরাহ কমে এলেই তারা স্বাভাবিকভাবে সোজা পথ ধরবে।